মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস পালন

বিজয়ের এই মাসে ঐতিহাসিক ৬ই ডিসেম্বর মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে হানাদার পাক বাহিনী মুজিবনগর থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয় মুক্ত হয় মুজিবনগর। মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করেছে।মুজিবনগর

হালদার মুক্ত দিবস পালন উপলক্ষে সকাল দশটার সময় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং স্মৃতিসৌধের পাদদেশে জাতীয় সংগীতেরে তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ৬ই ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত দিবসের স্মৃতিচারণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মিজানুর রহমান, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র সমন্বয়ক শাওন, মুজিবনগর উপজেলা সাবেক ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তাযোদ্ধা আলী হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়ুব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি কমান্ড মোখলেছুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড।

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষকদের বাজিমাত

মেহেরপুরে আগাম জাতের গ্রীষ্মকালীন নাসিক জাতের পেঁয়াজ চাষে সফলতা পেয়েছেন কৃষক। এবছর জেলাজুড়ে দুই হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। পেঁয়াজের জমিতে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালংশাক আবাদ করে অল্প খরচে বেশি লাভ করছেন।

নতুন পেঁয়াজ বাজারে উঠতে শুরু করায় ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা কম দামে ক্রতারা পেঁয়াজ কিনতে পারছেন।

কৃষকরা বলছেন ভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না হলে এবং ন্যায্য দাম পেলে লাভবান হবেন তারা। আর কৃষি বিভাগ বলছেন, গ্রীষ্মকালীন আগাম জাতের পেঁযাজ বাজারে উঠতে শুরু করেছে। খুব শিঘ্রই নতুন পেঁয়াজে দাম সাশ্রয় হবে। মেহেরপুর একটি সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের মাঠ জুড়ে গ্রীষ্মকালীন নাসিক-৫৩ জাতের পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। এযেন সবুজের সমারোহ। গেল বছর পেঁয়াজের ভালদাম পেয়ে এবছরে আগাম জাতের গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজ আবাদ করেন অধিকাংশ কৃষক। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে পেঁয়াজ চারা রোপন করে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বাজারে উঠতে শুরু করেছে। প্রতিবিঘা জমিতে ৬০ থেকে ৬৫ মন পেঁয়াজ হবে বলে আশা কৃষকদের। বর্তমান বাজারমুল্য পেলে খরচের তিনগুণ টাকা লাভ হবে এমন প্রত্যাশা কৃষকদের।

জেলা কৃষি অফিসের ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা আশরাফুন্নেসা জানান, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা বিভিন্ন মাঠে এবছর নাসিক ৫৩ জাতের পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে প্রায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে। উক্ত জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন হবে প্রায় ৪৮ হাজার ২০০ টন । এক কাঠা জমিতে সাড়ে তিন থেকে ৪ মন পেঁয়াজ উৎপাদন হওয়ার আশা চাষিদের। যা জেলার চাহিদার প্রায় তিনগুন। জেলার মানুষের চাহিদা পুরুন করে বাকি পেঁয়াজ যাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বৃহত্তম জেলায়।

কৃষকদের পেঁয়াজের চাষে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন।

গাংনীর জুগিন্দা গ্রামের পেঁয়াজ চাষি সাহারুল ইসলাম, ফয়েজ উদদীন, আব্দুল কাদের বলেন, আমরা এর আগে কখনও গ্রীষ্মকালীন নাসিক- ৫৩ জাতের পেঁয়াজের আবাদ করিনি। স্থানীয় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কৃষি অফিসারের পরামর্শ পেয়ে এবছর গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ করতে বিনামূল্যে সার,বীজ,জমি প্রস্ততকরনের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করেছিলেন। পেঁয়াজ অনেক ভাল হয়েছে। ফলনও ভাল হচ্ছে। বাজারে নতুন পেঁয়াজের চাহিদা বেশি। পাইকারি ব্যবসায়ীরা জমি থেকে পেঁয়াজ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি কেজি পেঁয়াজ পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৮৫ টাকা থেকে ৯০ টাকা কেজি।

আমাদের জেলায় কমবেশি বিভিন্ন জাতের পেঁয়াজ আবাদ হয়। গেলবছর দুএকজন কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ করে লাভবান হয়। এবছর পেঁয়াজের আবাদে ঝুকেছেন অনেক কৃষক। একই সাথে পেঁয়াজের জমিতে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালং শাক আবাদ করেছেন চাষিরা।

মুজিবনগর গ্রামের কৃষক আক্কাস আলি ও মুক্তার মুনসি বলেন, এক বিঘা জমিতে দুই কেজি পেঁয়াজের বীজ বপন করতে হয়। প্রতি কেজি পেঁয়াজের বীজের দাম ২ হাজার টাকা। আমাদের পেঁয়াজের বীজ,সারসহ বিভিন্ন উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। পেঁয়াজের সাথে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালংশাকের বীজ বপন করেছিলাম। দুই সপ্তাহ পর মুলা ও পালংশাক বিক্রি করে ভাল টাকা আয় হয়েছে।

সদর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের কৃষক আব্দুল আলীম বলেন,গেল বছর দশ কাঠা জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করে ৩০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল। এবছর দেড় বিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ করেছি। একই জমিতে লালশাকের বীজ বুনে ছিলাম। লালশাক আগে বিক্রি করেছি। এখন পেঁয়াজ বিক্রি করছি। দাম ভাল পাচ্ছি। বিক্রি শেষে খরচের দেড়গুণ টাকা লাভের আশা আছে।

পিএসকেএস এর কৃষি কর্মকর্তা জুয়েল বিশ্নাস বলেন, সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষি খাতের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে অনেক কৃষকদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করতে প্রদর্শনী দেয়া হয়। পেঁয়াজের আবাদ অনেক ভাল হয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার মাটিতে সব ধরনের আবাদ হয়। জেলার আবহাওয়া সব আবাদের উপযোগী। পেঁয়াজের আবাদের জন্য জেলার খ্যাতি রয়েছে।

গ্রীষ্মকালীন নাসিক- ৫৩ জাতের পেঁয়াজ এবছে অনেক ভাল হয়েছে। বাজার নতুন এই পেঁয়াজ উঠতে শুরু করায় পেঁয়াজের দাম এখন ক্রেতাদের নাগালে। আমরা সব কৃষকদের সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছি, পাশাপাশি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা পিএসকেএস কৃষকদের চাষাবাদে নানা ধরনের সহযোগীতা করে কৃষিকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ বাজারে সুলভ মূল্যে সবজি বিক্রয়ের উদ্বোধন

মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ বাজারে উপজেলা প্রশাসনের সুলভ মূল্যে সবজি বিক্রয়ের উদ্বোধন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

আজ রবিবার বিকেলে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা প্রাণীসম্পদ, অফিস ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের সহযোগিতায় এবং উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই সুলভ মূল্যের সবজি বাজার চালু করা হয়েছে।

সুলভ মূল্যের এই বাজারে পেয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ আলু ফুলকপি মুলা লাউ বেগুন সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি প্রতিদিন সুলভ মূল্য বিক্রয় করা হবে।

সুলভ মূল্যের বাজার চালুর বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন বাজারের দ্রব্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সুলভ মূল্যের এই বাজার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সরাসরি কৃষকদের সাথে সবজি ক্রয় করে সাধারণ মানুষদের মাঝে বিক্রয় করা হবে। এখানে কোন মধ্যসত্যভোগি থাকবে না ফলে মানুষ সুলভ মূল্যে সবজি ক্রয় করতে পারবে। তিনি কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা আপনাদের শাক সবজি আমাদের কাছে সরাসরি ন্যায্য মূল্য বিক্রয় করেন। আমরা সেগুলো ন্যায্য মূল্যে ভক্তাদের মাঝে বিক্রয় করব এই কর্মসূচি যতদিন বাজারের দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতি থাকবে ততদিন অব্যাহত থাকবে।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted]

[redacted]

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একে-অপরের সহায়তায় ও প্ররোচনায় অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড করার জন্য একত্রিত হয়ে অবৈধ কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করিয়া 15(3)/25D The Special Powers Act, 1974 ধারায় অপরাধ করিয়াছে তাই তাদের আটক করা হয়েছে।

আসামীদের নামে নাশকতার মামলা দিয়ে আজ রবিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে পাঠনো হয়েছে।

লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত না দিলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে-মাসুদ অরুন

মানুষের সম্পদ যারা লুণ্ঠিত করেছে, তারা যদি তা ফেরত না দেয়, তাহলে জনগণ দাবি করলে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যারা দালালি করে লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তাদের সেই টাকা জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আমঝুপি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, গরিব মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো বিভেদ নেই। তবে, অতীতে দেখা গেছে, ১০ কেজি চাল নিতে হলেও বা বিধবা ভাতা নিতে হলেও মানুষকে “জয় বাংলা” বলতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা গরিব মানুষের প্রতি বৈষম্যহীন নীতিতে বিশ্বাস করি।

আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং জনগণের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, শত্রুতা কেবল তাদের সঙ্গেই, যারা জনগণকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাদের

অধিকার হরণ করেছে। লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতক্ষণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না আসবে, ততক্ষণ বিএনপির কর্মীরা সতর্ক থাকবে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রোমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল রহমান জাহিদ, ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ ফজলে রাব্বিসহ হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২৩ প্রাপ্তি উৎযাপন

“সমবায়ে শক্তি”সমবায়ে মুক্তি” সমবায়ে গড়বদেশ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ এই স্লোগান কে সামনে রেখে র্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২৩ প্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ উৎসব উৎযাপন করেছে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের কর্মকর্তা, কর্মচারি ও সদস্যবৃন্দ।

গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের আয়োজনে আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি উদযাপনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয় র্যালীটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতির সাবেক সভাপতি মাহফুজ আলমের সঞ্চালনায় এবং গোপালনগর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক মিজানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন) জাহাঙ্গীর আলম, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) জাকির হোসেন, জেলা সমবায় অফিসার প্রভাস চন্দ্র বালা।

উল্লেখ্য যে সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায় শ্রেণিতে ২০২৩ সালের সারা বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসাবে নির্বাচিত হয় গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:। গত ২রা নভেম্বর জাতীয় সমবায় দিবসে
কেন্দ্রীয় সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস সম্মেলন কক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ.এফ হাসান আরিফ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের হাতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২৩ এর ১ টি ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও ১ (লক্ষ) টাকা অর্থমূল্য পুরস্কার হিসেবে তুলেদেন।

মুজিবনগরে বিএনপির গনজমায়েত ও আলোচনা সভায়–আমিরুল ইসলাম

মুজিবনগর উপজেলায় বর্তমানে কিছু কাগজে নেতা আছে। যারা বিএনপিকে ধংস করতে চায়। তারা চার দেওয়ালে মধ্যে বসে কমিটি করে তারা হল কাগজে নেতা। তারা আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের খুশি করতে চায়। তারা তাদের সাথে সমঝোতা করে চলতে চায়। তারা মনে করে হয়তো ২০ বছর পরেও হলেও আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসবে।

আমি আপনাদের বলতে চায় আপনাদের জীবন দশায় আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় দেখতে পাবেন না। তাই কাগজে নেতা বাদ দিয়ে জনগনের কাছে মাপ চান।

মুজিবনগরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মুজিবনগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) দুপুর ২ টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজনর উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর (শের খান), প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিক, কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং উপজেলা প্রান্তিক চাষিরা।

উপজেলা কৃষি অফিস সুত্রে জানাগেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, পেঁয়াজ, হাইব্রিড ধান, মসুর বীজ, চাষে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৪ হাজার ৪৬০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ২ হাজার ৬৬০ কেজি বীজ বিতরণ করা হবে।

এসব কৃষকদের মাঝে জন প্রতি ১-২ কেজি করে বীজ ও ১০ কেজি এমওপি এবং ১০ কেজি ডিএপি রাসায়নিক সার পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউপি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]